সংবাদ

005

তারিখ ... 28 MAY 1985 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 6 ... কলাম ... 3 ...

নোট বই প্রসঙ্গে

বর্তমানে কোন পাঠ্যপুস্তকের জন্য নোট বই প্রকাশ করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। এই আদেশ জারি করিবার পূর্বে ইহার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা মোটেই চিন্তা করা হয় নাই। নোট বইয়ের অভাবে শতকরা প্রায় ৮০ জন ছাত্রছাত্রীর পক্ষে বিদ্যাশিক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দেশের অভিভাবকগণের মধ্যে শতকরা ২০ জনের পক্ষে হয়ত তাহাদের ছেলেমেয়েদের জন্য গৃহ শিক্ষকের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর। কিন্তু বাকী শতকরা ৮০ জন অভিভাবক গৃহশিক্ষকের কথা চিন্তাও করিতে পারেন না। সুতরাং ইহা একটি বিরাট প্রশ্ন যে এই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রীরা নোট বইয়ের সাহায্য ব্যতীত কিরূপে পাঠ্যপুস্তকগুলির শব্দার্থ ব্যাখ্যা ইত্যাদি শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে? আমাদের দেশের স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজ সমূহে কিরূপ শিক্ষাদান করা হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। বর্তমানে আমাদের দেশে যত শিক্ষিত ব্যক্তিই আছেন তাহাদের অনেকের শিক্ষা জীবনে যাবতীয় পাঠ্য পুস্তকের নোট বই ছিল এবং সেইগুলির সাহায্যেই বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমানে নোট বই প্রকাশ নিষিদ্ধ করিয়া লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা জীবনে অচিন্তনীয় অসুবিধার সৃষ্টি করা হইয়াছে।

অতএব, বিষয়টির প্রতি অতিশয় গুরুত্ব আরোপ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নিকট বিনীত আবেদন জানাইতেছি।

এ, কে, এম ওমর আলি
নিয়নগর, দিনাজপুর।

শিক্ষা ঋণের কী হাল

ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী সমস্যা সমাধানে সোনালী ব্যাংক কয়েক বছর ধরেই অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। শিক্ষা ঋণ প্রকল্প ছিল সোনালী ব্যাংকের সর্বাধিক প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কিন্তু ঋণের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ করার ছয় মাস অতিক্রান্ত হবার পরও এব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হল না। কর্তৃপক্ষ একবার জানিয়েছিলেন যে ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে এ ব্যাপারে ঘোষণা দেয়া হবে (দৈনিক সংবাদ, জানুয়ারী)। কিন্তু এতদিন পরেও শিক্ষা ঋণের কোন সুরাহা হল না। পত্রিকা মারফৎ জানতে পারলাম, এক দরিদ্র পিতা তার সন্তানের নাম ঋণ প্রাপ্তদের তালিকার শীর্ষে আছে জানতে পেরে আনন্দে জ্ঞান হারিয়েছিলেন। এখন সেই পিতার কি অবস্থা তা কর্তৃপক্ষই ভাল জানবেন। শোনা যায়, উচ্চ পর্যায়ের কর্তাবদলই নাকি শিক্ষা ঋণ নিয়ে ঘাপলাবাজির মূল কারণ। বিষয়টির কবে সুরাহা হবে বা আদৌ হবে কিনা এ ব্যাপারে যেন স্পষ্ট ঘোষণা দেয়া হয়। পরিশেষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করছি।

দিলীপ ভৌমিক আইন (সম্মান) চিত্তরঞ্জন, নারায়ণগঞ্জ।